আমার প্রাথমিক পদক্ষেপ বুঝি সফল হল। স্বর্গীয় সাইমন পি. মুন্সিকে (তখন তিনি এরিয়া ম্যানেজার) ডেকে বললেন, আমি এক মাসের মধ্যে মঠবাড়ীতে প্রজেক্ট দেখতে চাই। এক সপ্তাহ পরে আমাদের প্রিয় সাইমনদা মঠবাড়ী গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে প্রজেক্ট ফাইল খুলে দিলেন। শুরু হল মঠবাড়ী পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প। যার মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হল দিন বদলের পালা। প্রকল্প কমিটির চেয়াম্যান মিঃ যোসেফ রোজারিও, ভাইস চেয়ারম্যান নিকোলাস গমেজ, সেক্রেটারী রবীন চক্রবর্তী, সদস্য স্বর্গীয় সিলভেষ্টার গমেজ, শিমন রড্রিক্স, জন ডি'ক্রুশ, নগেন্দ্র নাগ (নগু), হাসেম সরকার ও বাশঁবাড়ীর সন্তোষ ক্রুশ। প্রজেক্ট স্টাফ ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে দেয়ার চেষ্টা করা হল। আমি তাতে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করলাম এবং সমস্ত স্টাফ মিশন এলাকা থেকে নিতে বাধ্য করলাম। প্রজেক্টের অর্থ দিয়ে স্কুলের সার্বিক স্বচ্ছতার মুখ দেখা দিল। দেখতে না দেখতে কতিপয় লোক আমার চলার গতিতে রাস টেনে ধরল। কিন্তু না তাদের এই প্রতিবন্ধকতা আমাকে থামাতে পারল না। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল মঠবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ করা। শুরুতে আমার চলার পথ যথেষ্ট মসৃণ ছিল না, কারণ মাত্র ৬৫ জন বাচ্চকে স্পন্সরসীপ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত করা হয়। এতে করে স্কুলের বিল্ডিং-এর জন্য তেমন কোন বরাদ্দ ছিলনা বললেই চলে। তারপরও ১৯৮৬ সালে স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ নিলাম। ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রথম কিস্তির ৬৫,০০০ টাকা দিয়ে ইট কিনে ফেললাম। এবার ভিত্তি প্রস্তরে স্বর্গীয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র নামে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তার মতামত জানার জন্য আমি এবং যোসেফ রোজারিও আর্চবিশপ হাইজে তার সাথে দেখা করে গৃহিত প্রস্তাবটির কথা জানালাম। কিন্তু তিনি ঐ সময় বিদেশে অবস্থান করবেন বিধায় আমাদের প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তারপর আমি তারই কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে পাথরটি রাখার আবেদন করি, তাতেও তিনি সম্মতি জ্ঞাপন না করায় আমি তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আবু তাহেরের নাম প্রস্তাব করি। তিনি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন তৎকালীন ওয়ার্ল্ড ভিশনের নির্বাহী পরিচালক মি. পল জোনস্ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এরপরই আরম্ভ হল প্রকল্প থেকে স্কুল বিল্ডিং এর-জন্য বাজেট বরাদ্দ নেয়া। প্রকল্প যে হারে স্কুলের জন্য বরাদ্দ দিচ্ছিল তাতে করে স্কুল নির্মিত হতে প্রায় ৩০ বছর সময় লাগবে। তাই প্রতি বছর আসন্ন বাজেটের প্রাক্কালে আমাদের স্বর্গীয় সাইমনদার মহাখালীস্থ বাসায় আমি সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হয়ে ড্রইং রুমের কার্পেটের উপর সোজাসুজি শুয়ে পড়তাম। এতে করে মুন্সি সাহেব খুব বিব্রত বোধ করতেন। আমাকে উঠে সোফায় বসার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু আমি তার কাছে আগে জানতে চাইতাম, স্কুল বিল্ডিং -এর জন্য এই বৎসর কত লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার মনপুতঃ হত ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঐ অবস্থায় থাকতাম। দাদা আমার হাত ধরে অনেক টানাটানি করতেন কার্পেট থেকে উঠানোর জন্য। এ ভাবে প্রতি বৎসর তার ড্রইং রুমে এই অযাচিত নাটকটি আমি করতাম। তাছাড়া আমার কোন বিকল্প ছিলনা । এই মহান হৃদয়ের লোকটির আমাকে ভীষন ভালোবাসতেন। প্রজেক্টর মাধ্যমে স্কুল ছাত্রীদের আরো উজ্জীবিত করার জন্য ইউনিফর্ম আদায় করে নিলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, স্কুল কমিটি এবং প্রজেক্ট কমিটি প্রায়ই আমরা যৌথ মিটিং করতাম। প্রতি বছর মহা সমারোহে প্রাক্ বড়দিন সমাবেশ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উচ্চ পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের নিমন্ত্রণ করে স্কুলে নিয়ে আসতাম এবং অতিথিবর্গ আমাদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তার আশ্বাস ও আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকতেন। এরই মধ্যে সাইমন-দা এসোসিয়েট ডিরেক্টর হয়ে অন্য প্রজেক্টের দায়িত্বে চলে গেলেন। আমাদের মঠবাড়ী প্রজেক্টে আসলেন নতুন এসোসিয়েট ডিরেক্টর। তিনি প্রজেক্ট ভিজিটে এসে ছাদ বিহীন বিরাটর হল রুম দেখে প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন নিকোলাস একটা টাইটানিক প্রজেক্টে নিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এতবড় হল রুমের ছাদ তৈরীর সহায়তা দিতে পারবে না বলে তিনি জানালেন। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। একদিন ওয়ার্ল্ড ভিশন অফিসে গিয়ে সাইমনদাকে বিষয়টা অবহিত করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার জন্য একটি কাজ করতে পারি। বিদেশী ভিজিটররা যারা আসে তাদের বেশীর ভাগকেই তোমার প্রজেক্টে পাঠাবার চেষ্টা করব। তাদেরকে সন্তুষ্ট করে, বুঝিয়ে, উৎসাহী করে যদি তুমি ছাদের জন্য ফাণ্ড জোগাড় করতে পার তাহলেই এ কাজ করা সম্ভব। অন্যথায় খুব সমস্যা হতে পারে। আমি তার পরামর্শে অনেকটা উজ্জীবিত হলাম এবং তার কথামত কাজ করা শুরু করলাম। তিনি ৭/৮ টি বিদেশী টিমকে মঠবাড়ী প্রজেক্টে পাঠালেন। আমরা সবাই মিলে আতিথেয়তা দিয়ে মুগ্ধ করে তাদের উৎসাহী করার চেষ্টা চালাতে থাকলাম। অনেকদিন কেটে গেল কোন অনুদানের আলামত পেলাম না। একদিন সাইমন দা হঠাৎ করে কিছুক্ষণের জন্য মঠবাড়ী আসলেন। আমার সঙ্গে দেখা হল, আমাকে একটি ছোট্ট পরামর্শ দিলেন। অনাবৃষ্টিতে ঘাসের অভাবে গাভীটা দুধ কম দিচ্ছে, তাই বলে গাভীটা বিক্রি করে দিও না। অপেক্ষা কর, আবার বৃষ্টি হবে, ঘন সবুজ ঘাস গজাবে, গাভীটি তখন তোমাকে প্রচুর দুধ দেবে। তারপর আরো কিছুদিন পরে সাইমনদার মাধ্যমে সংবাদ পেলাম নেদারল্যান্ডের একটি টিম আমাদের হলরুমের ছাদ ও অন্যান্য কাজের জন্য নয় লক্ষ টাকা অনুদান পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা তিনজন এসোসিয়েট ডিরেক্টরকে স্কুলের হলরুমের অবস্থা সরজমিনে দেখিয়েছিলাম। যেহেতু নতুন এসোসিয়েট ডিরেক্টর আমাদের হলরুম বিষয়ে পূর্ব হতে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না তাই এই অনুদানের বিষয়টি আমাদের কাছে চেপে গিয়েছিলেন। ফলে অনুদানটি ফেরৎ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।